দাতার স্বর্গ

(গল্পগ্রন্থ – মৌরীফুল)

শ্রেষ্ঠী কর্ণসেন ছিলেন খুব দাতা। পথের দুঃখী আতুর নিরাশ্রয় লোককে চিরদিন তিনি আশ্রয় দিয়ে এসেছেন। সকলে বলতো তাঁর মত লোক আর হয় না; স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা নেমে এসেছেননবরূপ ধরে প্রজার দুঃখ দূর করতে।

সামান্য ভাবে থাকলেও কর্ণসেন ছিলেন মস্ত ধনী। এই সব ধন বিতরণ করে তিনি চিরদিন মহা সুখ পেয়ে এসেছেন।পথ চলতে চলতে অন্য অন্য কৃপণ-ধনীদের মূল্যবান অশ্বযোজিত-রথে রাজপথ কাঁপিয়ে চলে যেতে দেখে কর্ণসেন মনে মনে ভাবতেন—এই সব স্বার্থপর ধনীর চেয়ে আমি কত বড়! পরক্ষণেই কিন্তু তিনি নিজেকে সামলে নিয়ে ভাবতেননা—না, ও-কথা না, কে কাকে দেয়?ভগবান শুধু আমার মধ্যে দিয়েই তাঁরই ধন তাঁর জীবদের দিচ্ছেন বই তো নয়।

তখনই আবার তাঁর মনে হোত—আমি কি নিরহঙ্কার! আছে আছে, আমার ভেতর কিছু না থাকলে কি আর এত লোক থাকতে কেবল আমাকেই দিয়ে ভগবান তাঁর...অমনি আবার সামলে নিয়ে জোর করেই মনকে বোঝাতেন—না না, ওকি, না, ছিঃ!

কিন্তু অহঙ্কার যতই ছুঁড়ে ফেলবার চেষ্টা করুন না কেন, মনের কোন্ গোপনকক্ষে এ ভাব তাঁর জেগেই থাকতো—আমি এমন যে দানের আত্মপ্রসাদটাও চাপতে চেষ্টা করছি। ওই সব লোক আর আমাতে কত তফাত! আমি একজন সাধু ব্যক্তি।

সেবার রাজ্যজুড়ে মড়ক উপস্থিত হোল। চারিদিকে লোক বর্ষাকালের বাদল-পোকার মত মরতে শুরু করে দিল।রাজ্যময় মহা হাহাকার। নিরাশ্রয় রোগীদের ভিড়ে নগরের আরোগ্যশালাগুলি ভর্তি হয়ে গেল। নতুন রোগী এসে আর স্থান পায় না, নগরের পথের ওপর তাদের মৃতদেহের স্তূপ ক্রমেই উঁচু হয়ে উঠতে লাগলো।

সকল রকম সৎকার্যের চিন্তা দাতা কর্ণসেনেরই মনে সকলের আগে এসে পৌঁছতো। রাত্রে শুয়ে তাঁর মনে হোল—এক কাজ করি না কেন? আমার এই এত বড় প্রাসাদ যদি আরোগ্যশালার জন্যে ছেড়ে দিই, তবে কত রোগী এখানে এসে আশ্রয় নিতে পারে। আমার এত বড় প্রাসাদে কি প্রয়োজন?

পর-মুহূর্তেই তাঁর মনে হোল—ওই! ওই যে আমার মনে একথা উঠলো, সে শুধু এই বিশাল রাজ্যের মধ্যে ভগবানের একমাত্র চিহ্নিত দাস বলেই। কই, আর তো কেউ...

তখনিই আবার ভাবলেন—না, ছিঃ, ও-সব অহঙ্কারের কথা।

সেদিন সমস্ত দিন ধরে তাঁর মনে হতে লাগলো—দিই বাড়িখানা ছেড়ে! লোকে এসে এখানে আশ্রয় নিক্।

তারপর তিনি ভাবলেন—না, যাক্ গে যাক্।বাড়ি দেবার কোনো দরকার নেই। কতদিন এ মড়ক চলবে তার কিছু ঠিকানা নেই, বাড়ি ছেড়ে দেওয়া, সে যে মহা অসুবিধে।

পথ চলতে চলতে তাঁর চোখে পড়তোনিরাশ্রয় আর্তদের অসহায় শীর্ণ মুখগুলি!

তাঁর মন তখনি দয়ার আবেগে ভরে উঠতো, ভাবতেন—দিই বাড়ি ছেড়ে! এদেরই তো বাড়ি। ভগবান আমার মধ্যে দিয়ে তাঁর দয়া প্রকাশ করেছেন, এই ইচ্ছা তাঁরই দেওয়া...

মনের এক গভীর গোপন-তল থেকে এ-কথা জাগতো—উঃ! দেখছ, দেখছ! মনটা আমার কি রকম দেখেছ একবার!

হতভাগ্য দরিদ্রের মৃত্যুকাতর শীর্ণ শুষ্ক মুখগুলো মনে ক'রে তাঁর চোখে জল আসতো।

মনে তাঁর উঁচুভাবের ঢেউ এল—গেল। অন্যান্য বার এই সব ভাবের আবেগেই তিনি অকাতরে পরের দুঃখ মোচন করে এসেছেন, এবার কিন্তু তিনি মনের সে ভাবটাকে চেপে রাখলেন। ভাবলেন—না না, বাড়ি নয়, টাকা যেমন দিই, তেমনি কিছু দেব এখন।

মনের সে গোপন-তল থেকে এ-কথা উঠলো—আমি যে খারাপ লোক তা তো নয়।কতবার তো কত দিয়েছি—এবার যদি নাই দিই? আর লোক যে আমি কৃপণ তাও তো নয়—আমি উঁচুই। তবে এবার...

সেবা-যত্ন শুশ্রূষার অভাবে মৃত হতভাগ্য দরিদ্রের শবের পূতিগন্ধে নগরের বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

এমন সময়ে হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে, নগরের এক কৃপণ-ধনী—এ পর্যন্ত যিনি কোনো সৎকাজে এক কানাকড়িও কোনো দিন দান করেন নি—তাঁর বৃহৎ অট্টালিকা ছেড়ে দিয়েছেন নিরাশ্রয় রোগীদের আরোগ্য লাভের জন্য!

মহাপ্রাণ ধনীর জয়-গীতে নগর-পথ মুখরিত হতে লাগলো।

কর্ণসেন ভাবলেন—এঃ, কাজটা বড় খারাপ হয়ে গেল দেখছি! তাই তো, কি করা যায়!

পরদিন তিনি শুনলেন, কৃপণ-ধনীর মহান দানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নগরের আর একজন ধনী বণিক তাঁর বাড়িও রোগীদের জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন।

আনন্দ-কোলাহলে নগরে কান পাতা দায় হোল।

অন্যান্য বার সকল মহৎকার্যের অগ্রণী হতেন কর্ণসেন। তাঁরই দেখাদেখি অপরে তাঁর পথ ধরতো।এবার তিনি সে গৌরব থেকে বঞ্চিত হলেন। তাঁর মনে হতে লাগলো—কই! আমিই যে তাঁর চিহ্নিত ব্যক্তি, তা কই? এতদিন ভুল বুঝেছি। কাজ করাবেন ইচ্ছে করলে ভগবান পাষাণকেও গলিয়ে কাজ করাতে পারেন। নইলে পরীক্ষিৎ ওই কঞ্জুষ, ও কিনা নিজের বাড়ি...

কর্ণসেনের অহঙ্কার চূর্ণ হোল। তিনি ভাবলেন—ভগবানের কাছে চিহ্নিত অচিহ্নিত পাত্রাপাত্র নেই—সবাই সমান। আর আমিই বা এমন সাধুব্যক্তি কই? আমি যে ত্যাগ স্বীকার করতে পেরে উঠলাম না, অপরে তা তো করলে!

মনে মনে নিজেকে ত্যাগী পরার্থপর বলে যে আত্মপ্রসাদ তাঁর মনে জাগতো, তা একেবারে দূর হয়ে গেল। নিজের প্রতি একটা অশ্রদ্ধাই তাঁর এসে পড়তে লাগলো।

এদিকে প্রতিদিনই শোনা যেতে লাগলো, মহাপ্রাণ দাতাগণের পথ অনুসরণ করে আরও অনেক লোক তাঁদের বাড়ি ছেড়ে দিচ্ছেন। কর্ণসেনের বন্ধু-বান্ধবেরা এসে তাঁকে চুপিচুপি জানিয়ে গেল, তিনিও যেন শীঘ্র একটা কিছু করেন। লোকে এবার তাঁকে নীরব থাকতে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে। পূর্বে সকল সৎকাজই তিনি সকলের আগে করতেন, এবার তিনি অবিলম্বে একটা কিছু না করলে দুর্নাম রটবে।

কর্ণসেন ভাবলেন—পরের দেখাদেখি এবং লোকের কাছে দুর্নাম রটবার ভয়ে তাঁকে দান করতে হবে! কি গৌরব সে দানের?আর যদিও বাইরের লোকে তার গৌরব করতে পারেকিন্তু মনে মনে তিনি তো বেশ বুঝতে পারছেন, এ দানে তাঁর কিছুমাত্র মহত্ত্ব নেই। যদি তাকে দান করতে হয় তো সে দায়ে পড়ে, মান বাঁচানোর জন্যে। এ দায়ের কথা মনে হলেই যে তাঁর মন নিচু হয়ে যাবে! অন্যান্য বারের মত সে উচ্চ আত্মপ্রসাদ কই এখানে?

কর্ণসেন মনে মনে মহা চটে গিয়ে ঠিক করলেন, তিনি কিছুই করবেন না। লোকে যা বলে বলুক, যে দান স্বার্থপ্রসূত, যার মূলে লোকের কাছে নিজের মান বাঁচানোর কথা নিহিত, এমন দান তিনি কখনো করবেন না।

শয্যায় শুয়ে অনেক রাত্রে কর্ণসেনের ঘুম ভেঙে গেল! জানালার বাইরে চেয়ে দেখলেন,দূর আকাশের নীল-সাগরের পারে একটি নক্ষত্র যেন তাঁরদিকেই চেয়ে জ্বলছে, প্রলয়কালের বিশ্বের অনন্ত-জলময়ী প্রসারতার মাঝখানে অনাদিকারণ প্রজাপতির চিরজাগ্রত নেত্র-জ্যোতির মত!... আকাশের নিথর নীল বুকে শুভ্র-জ্যোৎস্নার তরঙ্গগুলো যেন তাঁরই সৃজন বীণার মর্মস্পর্শী নীরব রবে কেঁপে কেঁপে উঠছে!...

কর্ণসেন ভাবলেন—উঃ, কি সুযোগই হারিয়েছি। আজ আমি আমার বাড়িখানা ছেড়ে দিতাম তো এই রাত্রের সঙ্গে আমার প্রাণের একটা যোগ হোত। আমার সঙ্গে ভগবানের আর কোন সম্বন্ধই নেই, কারণ আমি স্বার্থপর, আমি তাঁর প্রেরণার অবমাননা করেছি।

আকাশের সে দূর-নক্ষত্রটির ভর্ৎসনা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যেকর্ণসেন জানালা বন্ধ করে দিলেন।...

হঠাৎ আতুরদের মৃত্যুচ্ছায়াচ্ছন্ন মুখগুলি আবার তাঁর মনে এল—আহা, এই রাত্রে তারা সব আশ্রয় অভাবে পথে শুয়ে রয়েছে!...

কর্ণসেন ভাবলেন—দিই না বাড়িখানা ছেড়ে। অবশ্য এ দানে আমার আর কোনো গৌরব নেই, কিন্তু তা নাই বা হোল, এই নিরাশ্রয় লোকগুলো তো আশ্রয় পাবে? এই শীতে তারা যে সব পথে শুয়ে মরছে!...

কর্ণসেনের মনের সে গোপন কক্ষটিতে এবার আর কোনও সুর শুনতে পাওয়া গেল না। তার পরদিন নগরের লোকে শুনলে, কর্ণসেন তাঁর বিরাট প্রাসাদ-তুল্য বাড়ি নগরের দুঃস্থ আতুরদের আরোগ্যশালার জন্যে ছেড়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারটা তখন আর নতুন নয়। কেউ কেউ একটু আধটু প্রশংসা করলে। কেউ ভাবলে, দেবার ইচ্ছে ছিল না, মানের দায়ে দিতে হোল।

যথাসময়ে কর্ণসেনের মৃত্যু হোল। তিনি তাঁর কৃতকার্যের ফলাফল শুনতে যমরাজের খাস-দরবারে নীত হলেন।

সামনে প্রকাণ্ড খাতা খুলে বসে চিত্রগুপ্ত।

তিনি খাতা দেখে বললেন—দাতার স্বর্গ-ই হচ্ছে সমস্ত স্বর্গ থেকে শ্রেষ্ঠ। এক একটি দানে শত মন্বন্তর করে সে-স্বর্গে বাস করবার অধিকার জন্মায়।তোমার একশত মন্বন্তর দাতার স্বর্গে বাস করা মঞ্জুর হয়েছে।

কর্ণসেন একটু ভেবে মাথা চুলকে বললেন—বোধহয় হিসেবে ভুল হয়ে থাকবে, আর একবার না হয়—কারণ...

চিত্রগুপ্ত খাতার পাতে আর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন—না, ভুল হয় নি। তুমি একবার তোমার বসতবাটী অত্যন্ত মড়কের সময় তোমার দরিদ্র প্রতিবেশীদের উপকারের জন্যে ছেড়ে দিয়েছিলে—এই একটি ছাড়া তোমার অন্য কোনো দানের কথা তো খাতায় লেখা দেখছি নে বাপু।

কর্ণসেন বেকুবের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

যমরাজ অন্য কি কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অন্তর্যামী : কর্ণসেনের মনের কথা তাঁর মনে গিয়ে পৌঁছলো।তিনি মুখ তুলে হেসে বললেন—বুঝেছি বাপু! কিন্তু তোমার অন্য অন্য দানের পুরস্কার আমরা তো তোমাকে সঙ্গে সঙ্গেই দিয়ে দিয়েছি। তুমি দান করে কি একটা সুন্দর আত্মপ্রসাদ উপভোগ কর নি?

কর্ণসেন বিনীতভাবে ঘাড় নেড়ে তা স্বীকার করলেন।

যমরাজ বললেন—সেই-ই তো আমাদের পুরস্কার! তোমার জন্মভূমি তোমার দানের খ্যাতিতে ভরে গিয়েছে, তুমি নিজে একটা সুন্দর তৃপ্তি অনুভব করেছ, ওই তো সে-সব দানের পুরস্কার। কিন্তু তুমি একটি দান একবার করেছিলে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে গিয়েই শুধু পরের দুঃখ মোচন হবে বলে। নিজের দিকে সে-বার তুমি চাও নি। তোমার সে দানের পুরস্কার তখন হাতে হাতে দিয়ে তোমার দানকে অপমানিত করতে আমরা সাহস করিনি। সেইটিই তোমারপাওনা আছে।